যায়যায়দিন

তারিখ ... 21 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৩ ... .

শিক্ষানীতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত : মেনন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতির-২০১০' এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি রাশেদ খান মেনন। তিনি বলেন, ২০১১ সালের মধ্যে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হওয়ার কথা থাকলেও আজো তা কার্যকর হয়নি। এমনকি যাদের সহযোগিতায় এ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, তাদের মতামতকেই অবহেলা করে এর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে 'উচ্চ শিক্ষায় সাধারণের প্রবেশাধিকার' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসুর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর রুসমত। আলোচনায় অংশ নেয় ঢাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ সেলিম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাসান তারেক, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি রিজিনাদ চাকমা প্রমুখ।

মেনন বলেন, বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে হলে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলেই কেবল শিক্ষাসহ জাতীয় নানাবিধ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ছাত্র মৈত্রীসহ সব প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক সংগঠন ও শিক্ষার্থী-শিক্ষককে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, যুগের চাহিদার সাথে বেতন-ফি বাড়লেও শিক্ষা ক্ষেত্রের বিদ্যমান বাণিজ্যিকীকরণ রুখতে না পারলে উচ্চশিক্ষা ক্রমেই সংকুচিত হবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির সার্বিক বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

ড. মোহাম্মদ সেলিম বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের জায়গায় নীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। ফলে উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সব স্তরে নির্ধারিত নীতিগুলোর বাস্তবায়নে কার্যকরি দৃষ্টি নিবদ্ধন প্রয়োজন।